যুদ্ধ থামাতে আমেরিকাকে ৭ শর্তে পরমাণু প্রস্তাব ইরানের

তেহরান, ৬ নভেম্বর— আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির ধাক্কার পর ইরান-আমেরিকা সংঘাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের কাছে নতুন পরমাণু প্রস্তাব পাঠিয়েছে তেহরান। কাতারের মাধ্যমে সেই প্রস্তাব হোয়াইট হাউসে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ইরানের স্পষ্ট বক্তব্য, তাদের সাতটি শর্ত পূরণ করা হলেই কেবল আমেরিকার প্রস্তাবিত পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি তারা। মার্কিন প্রশাসন সূত্রে খবর, ইরানের শর্তগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

ইরানের এই প্রস্তাব এমন এক সময়ে এসেছে, যখন দুই দেশের মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটাতে বিভিন্ন দেশ ও মধ্যস্থতাকারীরা জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে যুদ্ধ থামার বিষয়ে এখনও কোনও



নিশ্চিত ইঙ্গিত মেলেনি। সম্প্রতি ইরানের বাকি অংশও ধ্বংস করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। ফলে কূটনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি নতুন করে সামরিক সংঘাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ইরানের সাতটি শর্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে সংবাদমাধ্যম 'খালিজ টাইমস'-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, তেহরানের দাবির মধ্যে রয়েছে লেবানন-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে চলা সমস্ত ধরনের শত্রুতার অবসান। পাশাপাশি, ইরানের বন্দরগুলির উপর থেকে মার্কিন নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার এবং দেশটির উপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিও জানিয়েছে তারা। বিদেশে আটকে থাকা ইরানের সম্পদ মুক্ত করার পাশাপাশি ইরান সংলগ্ন অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি কমানোর কথাও বলা হয়েছে।

এ ছাড়া যুদ্ধের কারণে ইরানের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে দাবি করেছে তেহরান। ইরানের ভূখণ্ডে মার্কিন সেনার হামলা সম্পূর্ণ বন্ধ করার শর্তও রয়েছে বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই সাতটি শর্তের বিষয়ে ইরান বা আমেরিকা কোনও পক্ষই এখনও বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।

অন্যদিকে, মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের দলের ধাক্কা যুদ্ধের নীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের পরেও সামরিক অভিযান ফের শুরু করার সম্ভাবনা পুরোপুরি খারিজ করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফলে কূটনৈতিক আলোচনার মধ্যেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

ইরানও পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, আমেরিকা নতুন করে হামলা চালালে তার জবাব দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিশোধমূলক সামরিক অভিযান চালাতে পারে তেহরান। দুই দেশের এই অবস্থানের কারণে সংঘাতের অবসান নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

এই যুদ্ধের প্রভাব শুধু আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জ্বালানি সরবরাহ এবং বিশ্ব অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে। ভারত-সহ একাধিক দেশ তাই দ্রুত যুদ্ধের অবসান চাইছে। এখন দেখার, ইরানের সাত দফা শর্ত মেনে আলোচনার পথে এগোয় কি না ওয়াশিংটন। আগামী কয়েক দিন দুই দেশের কূটনৈতিক অবস্থান এবং যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ইজরায়েলে নতুন সরকার গঠন নিয়ে রবিবার সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন প্রেসিডেন্ট

জেরুজালেম, ৬ নভেম্বর— তিন বছর ধরে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ইজরায়েলে কি অবশেষে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-যুগের অবসান হতে চলেছে? বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নতুন সরকার গঠনের সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। বিরোধী শিবিরের নেতা গাদি আইজেনকোটের পক্ষে সংসদ সদস্যদের উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাওয়ার পর এই জল্পনা আরও বেড়েছে। আগামী রবিবার নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে, তা ঘোষণা করতে পারেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নেতানিয়াহু এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান আইজেনকোট, কেউই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাননি। ফলে সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, আগামী রবিবার তিনি নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন।

ইজরায়েলের রাজনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণত যে নেতা সংসদের সর্বাধিক সদস্যের সমর্থন পান, তাঁকেই সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। সেই নিরিখে আপাতত এগিয়ে রয়েছেন বিরোধী নেতা আইজেনকোট। তাঁর পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন ৬৭ জন সংসদ সদস্য। অন্যদিকে, নেতানিয়াহুর পক্ষে রয়েছেন ৪৬ জন। সাত জন সংসদ সদস্য ভোটদানে বিরত থেকেছেন। তবে এই সংখ্যার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন না প্রেসিডেন্ট হারজোগ। তাঁর বক্তব্য, কোন নেতার সরকার গঠনের বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখাই তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব। রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক আপত্তি ও বিরোধিতার কারণে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

আইজেনকোটের দল 'যশার' ইতিমধ্যেই নির্বাচনে পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ অস্বীকার, তবে দেহ টুকরো করার কথা স্বীকার স্বামীর

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর— আমেরিকায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত নরেশ ভাট আদালতে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন। তাঁর বক্তব্য, স্ত্রী মমতা কাফলে ভাট বিষাক্ত কিছু খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীকে বিছানার পাশে অচেতন অবস্থায়, বমির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। তাঁর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছিল। সিপিআর-সহ বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী পদ্ধতি প্রয়োগ করেও স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেননি বলে দাবি নরেশের। তবে পরে করাত দিয়ে স্ত্রীর দেহ টুকরো করার কথা আদালতে স্বীকার করেছেন তিনি।

২০২৪-এর জুলাই মাস থেকে নিখোঁজ ২৮ বছরের মমতার দেহ এখনও উদ্ধার করা যায়নি। আদালতে নরেশকে প্রশ্ন করা হয়, স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখেও কেন তিনি জরুরি নম্বর ৯১১-এ ফোন করেননি ? উত্তরে নরেশ বলেন, 'কেন ফোন করিনি, জানি না। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।' স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিজেও আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

তবে নরেশের বক্তব্য নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তদন্তকারীদের। তাঁদের অভিযোগ, স্ত্রীকে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। প্রথমে স্ত্রী নিখোঁজ বলে পুলিশকে জানান নরেশ। পরে দম্পতির শোবার ঘর ও বাথরুমে রক্তের দাগ মেলার পর তদন্তে নতুন মোড় আসে। ২০২৪ সালের ২২ আগস্ট নরেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীরা একটি বিদ্যুৎচালিত করাতও উদ্ধার করেন, যাতে চুলের অবশিষ্টাংশ মিলেছিল।

আদালতে খুনের অভিযোগ অস্বীকার করে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন নরেশ। তবে স্ত্রীর দেহ টুকরো করার কথা স্বীকার করলেও কেন তিনি এমন করেছিলেন, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি।

২০২৪ সালের ২৯ জুলাই শেষবার একটি ভিডিও কলে দেখা গিয়েছিল মৃতাকে। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। সেই বছরের ৫ আগস্ট কর্মস্থলে উপস্থিত না হওয়ার পর মমতা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি প্রথমবার জানা যায়।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচিত ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিত্যা রমন

লস, অ্যাঞ্জেলস— আমেরিকার রাজনীতিতে বদলের ইঙ্গিত। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র নির্বাচনে বর্তমান মেয়র ক্যারেন বাসকে হারিয়ে জয়ী হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিত্যা রমন। ৪৫ বছর বয়সি এই ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সমর্থন পেয়েছিলেন। তাঁর জয়কে মার্কিন রাজনীতিতে ডেমোক্র্যাটদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিফলন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

কেরলের ত্রিশূরে জন্ম নিত্যার। তাঁর বাবা-মা সেখানে কর্মরত ছিলেন। ছ'বছর বয়সে বাবার উচ্চশিক্ষার জন্য পরিবারের সঙ্গে আমেরিকায় চলে যান তিনি। তবে কেরলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এখনও রয়েছে। মালয়লম ভাষাও বোঝেন নিত্যা। ২০১৯ সালে এক আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে কেরলে এসেছিলেন তিনি।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র পদে লড়াইয়ের শুরুতে নিত্যা বর্তমান মেয়র ক্যারেন বাসকে সমর্থন করেছিলেন। দু'জনের মধ্যে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময়ের ঠিক আগে নিজেই প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, শহরের বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে ক্যারেনকে হারিয়ে মেয়র হলেন নিত্যা।

পंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) | **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking)

সার্কল অফিস এসএএম, কলকাতা সাউথ, ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল) ১১, হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল ঃ cokolsouthsam@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এ প্রদত্ত সংস্থানের অধীনে স্থাবর সম্পদসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রির বিজ্ঞপ্তি। জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে সিকিওরড্ ক্রেডিটরের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা ব্যাঙ্ক/সিকিওরড্ ক্রেডিটরের অনুমোদিত অফিসার দ্বারা গঠনমূলক / বাস্তব / প্রতীকী অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/সিকিওরড্ ক্রেডিটরের পাওনাবাবদ অর্থ আদায়ের জন্য, নিচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" এবং "যা কিছু যেমনভাবে আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে নিচের সারণীতে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়নামূল্য জমা উল্লেখ করা আছে।

সিকিওরড্ অ্যাসেটসমূহের শিডিউল

ক্রঃ নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতার/গ্যারান্টারগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির(সমূহের) বন্ধকদাতাগণ) ল্যাট ঃ , লঙ্গ ঃ সম্পত্তির কিউআর কোড	ক) ডিম্যান্ড নোটিসের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) অধিগ্রহণের তারিখ ঘ) অধিগ্রহণের ধরন ঙ) ডিলিং আধিকারিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি-র শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময় ঙ) এনকামব্র্যান্স, যদি থাকে
১.	**শাখা ঃ আলিপুর চেতলা (১৪১২০০)** **মি. পীযূষ ঘোষ** ৮সি, সব্জি বাগান লেন, চেতলা, কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ-৭০০০২৭ এবং ১৩/১, রাখাল মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬১ বানেশ্বর প্রামানিক (গ্যারান্টার) ১৬এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৬ অ্যাকাউন্ট ঃ ১৪১২০০এনসি০০০০৪১৪০ **প্রপ. আইডি ঃ PUNBPIYUSHGH**	**সুশীল অ্যাপার্টমেন্ট** নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের **তৃতীয় তলে ফ্ল্যাট নং ১০**-এর সমগ্র অংশ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি **৭০০ বর্গফুট** যাতে রয়েছে (দুই) বেডরুম, ১ (এক) ডাইনিং রুম, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) টয়লেট, ১ (এক) ব্যালকনি, তৎসহ একত্রে জমির আনুপাতিক অংশ যেখানে বিল্ডিংটি দাঁড় করানো হয়েছে তার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা ১০ ছটাক যা সম্বলিত তৌজি নং ১ থেকে ৪, ৬, ৮ থেকে ১০, ১২ থেকে ১৬, ৫, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ৪৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৭৭, ২১৩, দাগ নং ৩০৬, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে ১৩/১, রাখাল মুখার্জি রোড, থানা সরশুনা (পূর্বে ঠাকুরপুকুর) কলকাতা-৭০০০৬১ শ্রী পীযূষ ঘোষের নামে যা অনুযায়ী ডিড্ নং ২০৪৮ অফ ২০০৪। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৭৭৮১৫, লঙ্গ ঃ ৮৮.৩০০৮১১**	ক) ১৩.০৫.২০২২ খ) ২৭,৫২,২৬০.৫২ টাকা, যে তারিখে ৩০.০৪.২০২২ + পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জসমূহ গ) ১১.১১.২০২৫ **ঘ) বাস্তব অধিগ্রহণ** **ঙ) যোগাযোগ ঃ সুশান্ত রঞ্জন, ৯৯৩৯২১১৩৬২**	ক) ১০,৫৭,০০০ টাকা খ) ১,০৫,৭০০ টাকা (২৬.১১.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৬.১১.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
২.	**শাখা ঃ আলিপুর চেতলা (১৪১২০০)** **মি. প্রদীপ কুমার সাউ** ১১৪/৩সি টালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০০২৭ এবং ১৩/১, রাখাল মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০৬১ কার্তিক সিএইচ ভট্টাচার্য (গ্যারান্টার) ১০এ, টেলর রোড, পোঃ-কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫ অ্যাকাউন্ট ঃ ১৪১২০০এনসি০০০০৪১৩১ **প্রপ. আইডি ঃ PUNBPRADIPKSHAW**	সুশীল অ্যাপার্টমেন্ট নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে ফ্ল্যাট নং ৯-এর সমগ্র অংশ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে (দুই) বেডরুম, ১ (এক) ডাইনিং রুম, ১ (এক) কিচেন, ২ (দুই) টয়লেট, ১ (এক) ব্যালকনি, তৎসহ একত্রে জমির আনুপাতিক অংশ যেখানে বিল্ডিংটি দাঁড় করানো হয়েছে তার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা ১০ ছটাক যা সম্বলিত তৌজি নং ১ থেকে ৪, ৬, ৮ থেকে ১০, ১২ থেকে ১৬, ৫, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ৪৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৭৭, ২১৩, দাগ নং ৩০৬, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে ১৩/১, রাখাল মুখার্জি রোড, থানা সরশুনা (পূর্বে ঠাকুরপুকুর) কলকাতা-৭০০০৬১ শ্রী প্রদীপ কুমার সাউয়ের নামে যা অনুযায়ী ডিড্ নং ২০৪৭ অফ ২০০৪। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৭৭৮১৫, লঙ্গ ঃ ৮৮.৩০০৮১১**	ক) ১৩.০৫.২০২২ খ) ৩০,৬৪,৯৬৩.৯৯ টাকা, যে তারিখে ৩০.০৪.২০২২ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জসমূহ গ) ১৫.০৬.২০২৬ **ঘ) বাস্তব অধিগ্রহণ** **ঙ) যোগাযোগ ঃ সুশান্ত রঞ্জন, ৯৯৩৯২১১৩৬২**	ক) ১২,০৭,০০০ টাকা খ) ১,২০,৭০০ টাকা (২৬.১১.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৬.১১.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৩.	**শাখা ঃ হাজরা রোড (০১০৮২০)** **মি. বিশ্বজিত চক্রবর্তী এবং মি. সুনীল কুমার চক্রবর্তী** ৪০৭, তালপুকুর রোড, সুভাষনগর, থানা - সরশুনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৬, কলকাতা-৭০০০৬১ **অ্যাকাউন্ট ঃ ০১০৮৩০০৫০০০৪৩** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBBISWAJITCH**	০৩ কাঠা ০৫ ছটাক পরিমাপের জমি তৎসহ একতলা বিল্ডিং ও কাঠামোর সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে স্থিত ৪০৭, তালপুকুর রোড, সুভাষনগর, থানা সরশুনা (পূর্বে ঠাকুরপুকুর) যেখানে রয়েছে সি.এস. দাগ নং ১৬০৪, সিএস খতিয়ান নং ১০১৩, জে.এল. নং ১৭, তৌজি নং ৪৭ ও ৫১, আর.এস. নং ৪৮৬, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৬, কলকাতা-৭০০০৬১, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। শ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তীর নামে সম্পত্তি যা অনুযায়ী সেল ডিড্ নং আই-১৮১৮ ফর ইয়ার ১৯৭৯, সাব রেজিস্ট্রার আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনার অফিসে সরজিস্টার্ড। উক্ত পরিসরের চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ অন্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে ঃ অন্যের সম্পত্তি, পূর্বে ঃ ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে ঃ দক্ষিণে ঃ অন্যের সম্পত্তি। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৭২৫৩, লঙ্গ ঃ ৮৮.২৯১৮৪**	ক) ০৭.০৯.২০২৩ খ) ৪১,৮৩,৩৪৭.৫০ টাকা, যে তারিখে ৩১.০৮.২০২৩ + পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জসমূহ গ) ১১.০৩.২০২৪ **ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর সমীপে দাখিল করা হয়েছে, শুনানি হয়ে গেছে)** **ঙ) সুশান্ত রঞ্জন, ৯৯৩৯২১১৩৬২**	ক) ৩৩,৮৪,০০০ টাকা খ) ৩,৩৮,৪০০ টাকা (২৬.১১.২০২৬) গ) ২৫,০০০ টাকা ঘ) ২৬.১১.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) টিএস/১০৯০/২০২৬ আলিপুর
৪.	**শাখা ঃ বড়িশা (০৮৮৩২০)** **অশোক কুমার চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং** স্বত্বাধিকারী প্রয়াত অশোক কুমার চ্যাটার্জি গ্যারান্টার - অজয় চ্যাটার্জি আইনি উত্তরাধিকারীগণ ঃ মি. অংশু চ্যাটার্জি এবং মিসেস সান্ত্বনা চ্যাটার্জি ১৭০এ/১, সারণ পাড়া রোড, বড়িশা, কলকাতা-৭০০০০৮ **অ্যাকাউন্ট ঃ ০৮৮৩২৫০০০২৭২১ ও অন্যান্য** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBASHOKECHAT**	০২ কাঠা ০৪ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমি তৎসমেত আংশিক সম্পূর্ণ দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং (দ্বিতীয় তল অসম্পূর্ণ)-এর সমগ্র অংশ, যেখানে স্থিত প্রেমিসেস নং ১৭০এ/১, সারণ পাড়া রোড, হোল্ডিং নং ১২৬/২৩, মৌজা-পশ্চিম বড়িশা, জে.এল. নং ১৯, রে. সা. নং ৪৩, দাগ নং ১৭০ ও ১৭০/৭৪৫, খতিয়ান নং ৯৯৮/৩৫৬, কলকাতা পৌরসংস্থার অধিক্ষেত্রে, ওয়ার্ড নং ১২৬, পোঃ বড়িশা, থানা-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। প্রয়াত শ্রী অশোক চ্যাটার্জি, পিতা প্রয়াত দুলাল চ্যাটার্জির নামে, যা অনুযায়ী গিফ্ট ডিড্ নং আই-০০২৯০ ফর ইয়ার ২০০৪, ডিএসআর-২ আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে রেজিস্টার্ড। শাখা থেকে মূল দলিল হারিয়ে গেছে, যার প্রেক্ষিতে স্থানীয় জিডিই করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ দাগ নং ১৭৪-এর অধীনে সম্পত্তি/পুকুর, দক্ষিণে ঃ গোপাল ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য, পূর্বে ঃ পুলক চ্যাটার্জি এবং পশ্চিমে ঃ ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৭৯১৮, লঙ্গ ঃ ৮৮.৩০৬৭৩**	ক) ১৩.০৫.২০২২ খ) ৩০,৬৪,৯৬৩.৯৯ টাকা, যে তারিখে ৩০.০৪.২০২২ এবং পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জসমূহ গ) ১৫.০৬.২০২৬ **ঘ) বাস্তব অধিগ্রহণ** **ঙ) যোগাযোগ ঃ সুশান্ত রঞ্জন, ৯৯৩৯২১১৩৬২**	ক) ১২,০৭,০০০ টাকা খ) ১,২০,৭০০ টাকা (২৬.১১.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৬.১১.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৫.	**শাখা ঃ গড়িয়া স্টেশন রোড (০৮৬৪২০)** **মানস পণ্ডা ও রাধারাণী পণ্ডা** এম-২৯১ বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ, পঞ্চসায়র, থানা-পাটুলি, কলকাতা-৭০০০৯৪ **অ্যাকাউন্ট ঃ ০৮৬৪২০এনসি০০০০০৩৮৬ ও অন্যান্য** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBMANASPANDA**	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ সম্পূর্ণ তৈরি মার্বেল ফ্লোরিং আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১এ-র ইক্যুইটেব্‌ল মর্টগেজ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি প্রায় ৪০০ বর্গফুট যাতে রয়েছে এক বেডরুম ও কিচেন কাম ডাইনিং এবং এক টয়লেট, **শান্তিনীড়** নামক সোজা ত্রিতল বিল্ডিংয়ের একতলায় নির্মিত, যেখানে স্থিত হোল্ডিং নং ৫৩ উত্তর পূর্ব ফর্তাবাদ, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২৮-এর অধীনে, দক্ষিণ পূর্ব ফর্তাবাদ, মৌজা-বরহাল্সফর্তাবাদ, থানা-নরেন্দ্রপুর, জে.এল. নং ৪৭, তৌজি নং ১০৯, যা সম্বলিত আরএস দাগ নং ৩২১১, যার অধীনে আরএস খতিয়ান নং ২৫০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৮৪। মি. মানস পণ্ডা এবং মিসেস রাধারাণী পণ্ডার নামে সম্পত্তি যা অনুযায়ী ডিড্ নং আই-১৬২৯০৫২১২ তারিখ ২৩.১০.২০২১। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৬০৫৭, লঙ্গ ঃ ৮৮.৩৯৭৫০**	ক) ২১.০৭.২০২৫ খ) ৯,৯২,৭৯১.৭৫ টাকা যে তারিখে ৩০.০৬.২০২৫ + পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জসমূহ গ) ১৩.১০.২০২৫ **ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর আদেশ পাওয়া গেছে)** **ঙ) যোগাযোগ ঃ প্রসেনজিত চৌধুরী, ৯৮৩১৩৬৮৯৫৪**	ক) ১১,৯০,০০০ টাকা খ) ১,১৯,০০০ টাকা (২৬.১১.২০২৬) গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৬.১১.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে জ্ঞাত নয়
৬.	**শাখা ঃ এম. এল. গুপ্ত রোড (১৬৬২২০)** **মেসার্স এসআইকে কনস্ট্রাকশন** স্বত্বাধিকারী ঃ মি. অমিতাভ গুপ্ত পিতা শ্রী পীযূষ গুপ্ত ৯০, সন্তোষ রায় রোড কলকাতা-৭০০ ০০৮ **অ্যাকাউন্ট ঃ ১৬৬২৩০০০০৩৪৬৯** **প্রপ. আইডি ঃ PUNBSIKCONST001**	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাটের ইক্যুইটেব্‌ল মর্টগেজ, তৃতীয় তলে, উত্তর দিকে, ফ্ল্যাট নং বি-৫, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি ৫০০ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ০১ বেডরুম, ০১ লিভিং কাম ডাইনিং, ০১ কিচেন এবং ০১ টয়লেট, উক্ত ফ্ল্যাটটি যে জমিতে অবস্থিত তার পরিমাপ কমবেশি ৬ কাঠা, ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট, তৎসহ একত্রে সেখানে দাঁড় করানো তিনতলা বিল্ডিং (অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান আছে), যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দাগ নং ১৫৪৭, যার অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৫৯, ২৪৬১, মৌজা-সরশুনা, জে.এল. নং ১৭, তৌজি নং ৪৭ ও ৫১, আর.এস. নং ১২০২, ঠাকুরপুকুর থানার অধীনে, এখন সরশুনা, এডিএসআরও বেহালা, ডিআর - আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, পূর্বে কেএমসি-র (এস.এস. ইউনিট) সীমার অন্তর্গত ছিল, বিইং কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৪৬, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিইং অ্যাসেসি নং ৪১-১২৭-০৭-০২৪৩-৪, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৭-এর অধীনে, যা অনুযায়ী ডিড্ নং আই-১৬০৭১০১৮২ ফর দ্য ইয়ার ২০১৬, শ্রী অমিতাভ গুপ্ত-এর নামে, পিতা শ্রী পীযূষ গুপ্ত। **অবস্থান ঃ ল্যাট ঃ ২২.৪৭৫৪২, লঙ্গ ঃ ৮৮.২৯১৫৪**	ক) ১৬.০২.২০১৯ খ) ১৭,৩৭,৬৫৮.০০ টাকা, যে তারিখে ৩১.০১.২০১৯ + পুনরায় ধার্য সুদ ও চার্জসমূহ গ) ২০.০৬.২০১৯ **ঘ) প্রতীকী অধিগ্রহণ (ডিএম-এর আদেশ পাওয়া গেছে)** **ঙ) অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি, ৯৬৭৪১৭১৩৮৪**	ক) ৯,৭৫,০০০ টাকা খ) ৯৭,৫০০ টাকা (২৬.১১.২০২৬) গ) ৯,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.১১.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা ঙ)